|  |  |
| --- | --- |
| cid:image002.gif@01D38871.7A905E40 | cid:image004.gif@01D38871.7A905E40 |

**গুমের শিকার ব্যক্তিদের আত্মীয় ও মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বন্ধের জন্য বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগনের আহ্বান**  
  
জেনেভা (১৪ মার্চ, ২০২২) - জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থাদির এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে সক্রিয়তা ও সহযোগিতার কারনে বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিদের আত্মীয় ও মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড দ্রুত বন্ধের জন্য জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞগন\* আহ্বান জানিয়েছেন।   
  
প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক র‍্যাবের অফিসারদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য, মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সমাজের কর্মীদের উপর বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ হুমকি, চাপ প্রয়োগ ও হয়রানী শুরু করেছে।   
  
ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার কমপক্ষে ১০টি পরিবারের বাসস্থানে গভীর রাতে অভিযান চলেছে বলে জানা গেছে।

বিশেষজ্ঞগনের মতে, “ অভিযানে পরিবারের সদস্যদেরকে হুমকি ও ভয় দেখানো হয় এবং হয় সাদা কাগজে তাঁদেরকে সই করতে অথবা আগে থেকেই লিখে রাখা বিবরণে, যেখানে উল্লেখ আছে যে তাঁদের পরিবারের সদস্য বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার হয় নি বরং তাঁরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পুলিশকে বিভ্রান্ত করেছে, সই করতে বাধ্য করা হয়। এটি অগ্রহণযোগ্য।“

পরিবার, মানবাধিকার কর্মী আর নাগরিক সমাজের উপর ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল অবস্থাবিশেষজ্ঞগন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন। উর্ধতন সরকারী অফিসার কর্তৃক কিছু সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে বারংবার জাতিসঙ্ঘের ব্যবস্থাদির নিকট ‘মিথ্যা তথ্য’ দেওয়ার দোষারোপ নাগরিক সমাজের মূল কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞগণ জোর দিয়ে বলেন, “আত্মীয় ও মানবাধিকার কর্মীরা যাতে তাঁদের বৈধ কাজগুলি নিরাপদ ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে কোন হুমকি, চাপ বা প্রতিহিংসার ভয় ছাড়া করে যেতে পারে বাংলাদেশকে অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে।“ প্রকাশিত প্রতিশোধমূলক কাজগুলি অন্যদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে যা মানবাধিকার সহ জনস্বার্থ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে বা জাতিসঙ্ঘের বা এর প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাদির সাথে সহযোগিতা করতে তাঁদেরকে বিরত রাখতে পারে।

২০০৯ সাল থেকে বেশিরভাগ বলপূর্বক অন্তর্ধানের ঘটনা সঙ্ঘটনের সাথে র‍্যাবের জড়িত থাকার বিষয়ে খবর হয়েছে; যা জাতিসঙ্ঘের বলপূর্বক অথবা অনৈচ্ছিক অন্তর্ধান বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের\*\* বিভিন্ন প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে।   
  
“আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ এইসকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সমূহের ব্যাপারে, অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিদে্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিশদ অনুসন্ধান সহ, এক্স অফিসিও, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত তদন্ত করার জন্য দায়বদ্ধ। একই সাথে, র‍্যাব এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাকেও যাচাই করা ও ফৌজদারি দায় থেকে রেহাই দেওয়া উচিৎ নয়।“

বিশেষজ্ঞগন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারকে সত্য, ন্যয়বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার এবং তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ ও বজায় রাখার জন্যেও বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন।

**শেষ**

\* বিশেষজ্ঞগণঃ জাতিসঙ্ঘের বলপূর্বক অথবা অনৈচ্ছিক অন্তর্ধান বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপঃ মিঃ লুসিয়ানো হাজান (চেয়ার র‍্যাপোর্টিয়ার) মিস অ বালদে (ভাইস চেয়ার), মিস গ্যাব্রিয়েলা সিট্রনি, মিঃ হেনিরিকাস মিকেভিকাস এবং ত-উং বাইক, মিঃ মরিস টিডবাল-বিঞ্জ, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন এক্সট্রাজুডিসিয়াল, সামারি অর আর্বিট্রারি একজিকিউশন, নিলস মেলজার স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন টর্চার এন্ড আদার ক্রুয়েল ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিট্মেন্ট অর পানিশমেন্ট, মিস মেরি লঅলর, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন দি সিচুয়েশন অব হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস, এলিনা স্টেইনার্তে (চেয়ার র‍্যাপোর্টিয়ার) মিরিয়াম এস্ত্রাদা-কাস্টিলো (ভাইস চেয়ার), লেই টুমে, মুম্বা মালিলা, প্রিয়া গোপালান, ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেন্সন, মিঃ ফাবিনা স্যাল্ভিওলি, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন দি প্রোমোশন অব ট্রুথ, জাস্টিস, রেপারাতিওন এন্ড গ্যারান্টিজ অব নন-রেকারেন্স, মিস আইরিন খান স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন রাইট টু ফ্রিডম অব ওপিনিয়ন এন্ড এক্সপ্রেশন, মিঃ ক্লেমেন্ত এন. ভোলে স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন দি রাইটস টু ফ্রিডম অব পিসফুল এসেম্বলি এন্দ এসোসিয়েশন।

***\*\**** [A/HRC/WGEID/125/1](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Sessions.aspx), page 30, [A/HRC/48/57](https://undocs.org/A/HRC/48/57), para. 64

*স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারস এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞগণ মানবাধিকার কাউন্সিলের* [*স্পেশাল প্রসিডিউরস*](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx) *এর অংশ। স্পেশাল প্রসিডিউর, জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার ব্যবস্থাপনার স্বাধীন বিশেষজ্ঞগণের বৃহত্তম অংশ যা কাউন্সিলের দেশভিত্তিক বা ইস্যুভিত্তিক মানবাধিকার বিষয়ে স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান ও তদারকি করে থাকে। স্পেশাল প্রসিডিউর স্বেচ্ছাভিত্তিক, তাঁরা জাতিসঙ্ঘের স্টাফ নন এবং তাঁদের কাজের জন্য কোন বেতন নেন না। তাঁরা কোন সরকার বা সংগঠনের অংশ নন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করে থাকেন।*

*জাতিসংঘ মানবাধিকার কান্ট্রি পেজ –* [*Bangladesh*](https://www.ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/bdindex.aspx)

*আরো অনুসন্ধান বা যোগাযোগের জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : Mr. Vladimir Rakocevic* [*rakocevic@un.org*](mailto:rakocevic@un.org) *or* [*ohchr-wgeid@un.org*](mailto:ohchr-wgeid@un.org)

*মিডিয়া সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে* [*jeremy.laurence@un.org*](mailto:jeremy.laurence@un.org)*).*

*টুইটারে জাতিসঙ্ঘের স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞগণ বিষয়ে জানতে অনুসরণ করুন* [*@UN\_SPExperts*](https://twitter.com/UN_SPExperts)